দুটি ভাষাই এক : কামতাপুরি–রাজবংশী ভাষা প্রচার সমিতি

অষ্টম তফশিলে স্বীকৃতির দাবি অতুলের

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথক কামতাপুরি ও রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, পৃথক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বোর্ড গড়ে দিয়েছেন। তবে কামতাপুরি–রাজবংশী ভাষা প্রচার সমিতির বক্তব্য, দুটি ভাষা এক। যে কোনও একটি ভাষা স্বীকৃতি পেলেই খুশি হবেন তাঁরা। তাই তাঁরা আগামী জনগণনার ফর্মে মাতৃভাষার বিভাগে কামতাপুরি বা রাজবংশী ভাষা লিখবেন বলে জানিয়েছেন।

কামতাপুরি–রাজবংশী ভাষা প্রচার সমিতির সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ বর্মন জানান, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় এসে ভাষা নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন। মণীন্দ্রনাথবাবুর বক্তব্য, দুটি ভাষাই এক। যে কোনও একটি ভাষার স্বীকৃতির দাবি তুলেছেন তাঁরা। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আসন্ন জনগণনার সময় ফর্মে মাতৃভাষা হিসেবে কামতাপুরি বা রাজবংশী লিখবেন। এই ভাষার সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলেছেন তাঁরা। ভাষা প্রচার সমিতির সভাপতি কিরণ রায় বলেন, 'দুটি ভাষাই এক। তাই আমাদের সংগঠনের নাম দুটি ভাষাকেই মান্যতা দিয়ে করেছি। দ্রুত এই ভাষায় পঠনপাঠনের সুবিধা থেকে অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্তির স্বীকৃতি চাই।'

কামতাপুরি–রাজবংশী ভাষা প্রচার সমিতি
কামতাপুরি–রাজবংশী ভাষা প্রচার সমিতির সভা। ছবি : পূর্ণেন্দু সরকার

> দুটি ভাষাই এক। তাই আমাদের সংগঠনের নাম দুটি ভাষাকেই মান্যতা দিয়ে করেছি। দ্রুত এই ভাষায় পঠনপাঠনের সুবিধা থেকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির স্বীকৃতি চাই।
>
> –কিরণ রায়
> *সভাপতি, ভাষা প্রচার সমিতি*

কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড)–এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিল রায় বলেন, '২০১১ সালে আমরা জনগণনায় এই প্রচেষ্টা করেছিলাম। আমরা আসন্ন জনগণনায় মাতৃভাষা হিসেবে ফর্মে কামতাপুরিকে ভাষা হিসেবে লিখব। কিন্তু কমিউনিটি বা সম্প্রদায় লিখতে হলে রাজবংশী শব্দটি লিখব। জনগণনার আগে আমরা উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি মহকুমা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা জেলাজুড়ে আমাদের জনজাতির মধ্যে জনগণনায় কী লিখতে হবে, তার হাতেকলমে প্রচার করব।'

কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অতুল রায় বলেন, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে আগেই লিখিতভাবে এই ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছি। আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করতে তৎপরতা শুরু করেছি, জনগণনার ফর্মে মাতৃভাষা হিসেবে কামতাপুরিকে লিখতে। এতে আমাদের দাবিপূরণে সুবিধা হবে।'

বিন্নাগুড়ি চৌপথিতে শৌচাগার নির্মাণের কাজ চলছে। ছবি : গোপাল মণ্ডল

ব্যবসায়ীদের দাবি মেনে শৌচাগার

বিন্নাগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : অবশেষে বিন্নাগুড়ি নবনির্মিত বাসস্ট্যান্ড ও বিন্নাগুড়ির চৌপথিতে ব্যবসায়ীদের শৌচাগারের দাবি মিটতে চলছে। ধূপগুড়ি ব্লক অফিসের তরফে মিশন নির্মল বাংলা ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দুটি শৌচাগার নির্মাণের কাজ জোরকদমে চলছে। অনেকদিনের দাবি মিটতে চলায় খুশি বিন্নাগুড়ির ব্যবসায়ীরা।

বিন্নাগুড়ি নবনির্মিত বাসস্ট্যান্ডে ধূপগুড়ি ব্লক অফিসের মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের তরফে যে শৌচাগার তৈরি হচ্ছে, তার কাজ শেষের পথে। এই শৌচাগারের সঙ্গেই বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে একটি স্নানাগার তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বিন্নাগুড়ি চৌপথি এলাকায় একটি পরিত্যক্ত শৌচালয় ভেঙে নতুন করে তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে।

বিন্নাগুড়ির ব্যবসায়ী মহম্মদ আলি হোসেন বলেন, 'চৌপথিতে একটা অব্যবহৃত একটি শৌচালয় ছিল। আমাদের দিনভর দোকানে থাকতে হয়। কিন্তু কোনও শৌচালয় না থাকায় সমস্যায় পড়তে হত। নতুন শৌচালয়ের কাজ দ্রুত শেষ করা হোক। একই কথা জানান এলাকার ব্যবসায়ী স্বপন রায় ও অভিজিৎ পাল। বিন্নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিজয় প্রসাদ জানান, বিন্নাগুড়ি চৌপথিতে শৌচাগারের দাবি মিটতে চলছে। ভালো উদ্যোগ। দ্রুত কাজ শেষ করা হোক।

বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক শ্যাম জানান, বিন্নাগুড়িতে দুটি শৌচালয়ের কাজ শেষের পথে। শৌচালয় দুটির কাজ শেষ করেই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিন্নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতিকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হবে। পথচলতি মানুষের কথা মাথায় রেখে বাসস্ট্যান্ডের শৌচালয়ের সঙ্গে স্নানাগার তৈরি করা হচ্ছে।

স্ত্রী ও ছেলের চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি

নকশালবাড়ি, ২৯ অক্টোবর : নকশালবাড়ি ব্লকের অধীনে থাকা মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুটানি মোড়ের টোটোচালক আনন্দ বর্মন (৩৫) অসুস্থ স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। স্ত্রী বাসন্তী বর্মন (৩২) এবং ছেলে অশোক বর্মন (৯) ও মা নেলন বর্মনকে (৬১) নিয়ে আনন্দবাবুর পরিবার। ছেলে জন্মের পর থেকে দু'চোখে দেখতে পায় না। দীর্ঘ আট মাস ধরে স্ত্রী কিডনিজনিত সমস্যায় শয্যাশায়ী। এতদিন কোনওরকমে সংসার চলে যাচ্ছিল। কিন্তু, স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংসারে টান পড়ে। আনন্দবাবু জানান, লকডাউনের আগে হঠাৎ একদিন রাতে পেটে ব্যথা শুরু হওয়ায় স্ত্রীকে নিয়ে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, তাঁর স্ত্রীর দুটি কিডনিতে সমস্যা রয়েছে। এরপর দুই মাস তিনি শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্ত্রীর চিকিৎসা করান। কিন্তু টাকার অভাবে এখন স্ত্রী এবং ছেলের চিকিৎসা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ছেলে এবং স্ত্রীর চিকিৎসার খরচের জন্য তিনি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। মা নেলন বর্মন বলেন, 'নাতির চোখের অপারেশন করাতে হবে। বৌমাকে নিয়ে সপ্তাহে চার–পাঁচদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে। ছেলের টোটো বন্ধ থাকায় রোজ ঠিকমতো দু'বেলা খাবারও জুটছে না।' আনন্দ বর্মন বলেন, 'র‍্যাশনের চাল দিয়ে কোনওমতে খাওয়া চলছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও নেই। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন বা কোনও সংস্থার সাহায্য পেলে উপকৃত হব।' মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লছমী লামা জানান, এই বিষয়ে তাঁকে কেউ জানায়নি। নকশালবাড়ির বিডিও বাপি ধর বলেন, 'ওই মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে থাকলে অবশ্যই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পেতেন। তবে সরকারি হাসপাতাল কিংবা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি বিনামূল্যে পরিষেবা পেতে পারেন।'

রেকর্ড পরীক্ষা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : করোনা রোগী চিহ্নিত করতে দু'লক্ষ নমুনা পরীক্ষা করে রাজ্যে নজির গড়ল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভাইরাস রিসার্চ ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি। গত ২৯ মার্চ এই হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধীনে ভিআরডিএল চালু হয়েছিল। ১২ অগাস্ট পর্যন্ত এই ল্যাবরেটরি এক লক্ষ নমুনা পরীক্ষা করেছিল। হাসপাতালের এই সাফল্যে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দু'লক্ষ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এসএসকেএম হাসপাতাল। সেখানে এদিন পর্যন্ত এক লক্ষ ৭২ হাজার নমুনা পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সমস্ত চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও মেডিকেল টেকনলজিস্টদের সম্মিলিত প্রয়াসে রেকর্ড সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য।

নিকিতা তোমরের হত্যার প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ২৯ অক্টোবর : ফরিদাবাদের বল্লভগড়ে কলেজ ছাত্রী নিকিতা তোমরের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে এবং তাঁর আত্মার শান্তিকামনায় বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিহার মোড়ে শোকসভার আয়োজন করে বিজেপির লোয়ার বাগডোগরা–গোঁসাইপুর মণ্ডল কমিটি। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সজলকান্তি সরকার জানান, এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দার ভাষা নেই। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি। এদিন সন্ধ্যায় বিহার মোড়ে নিকিতার ছবি লাগিয়ে সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে শান্তিকামনা করেন দলের কর্মী–সমর্থকরা।

মেয়ের জন্য সাহায্য চান বাবা

সোনাপুর, ২৯ অক্টোবর : উচ্চমাধ্যমিকে মেয়ে ভালো ফল করেছে। সেই মেয়ে সরকারি নার্সিং ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও চিন্তিত বাবা। সরকারি নার্সিং ট্রেনিংয়ে ভর্তির ফি অনেকটাই কম। তবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খরচ, যাতায়াতের খরচ ইত্যাদি মেটানোর ক্ষমতা নেই আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ চকোয়াখেতি গ্রামের সুনীল বর্মনের। তিনি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী। মেয়ের জন্য সাহায্য চান তিনি। সুনীলবাবু বলেন, 'কালিম্পং জেলা হাসপাতালে ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিংয়ের সুযোগ পেয়েছে মেয়ে সুস্মিতা। আগামী ২ নভেম্বর থেকে ট্রেনিংয়ের সেশন শুরু হবে।'

ভাঙচুরের ঘটনায় ধৃত দুই

চালসা, ২৯ অক্টোবর : তোলাবাজির টাকা না পেয়ে ফার্ম হাউসে ভাঙচুরের অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে মেটেলি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। বাকিদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। বুধবার মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুর্তি নদীর ধারের একটি ফার্ম হাউসে স্থানীয় কিছু যুবক টাকা চাইতে যায়। ফার্ম মালিক তা দিতে অস্বীকার করায় তারা ফার্মের তিনটি বসার টাওয়ার ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। ফার্ম মালিক শেখ জিয়াউল রহমান গতকালই মেটেলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বৃহস্পতিবার ওই ফার্ম হাউসে যান রিসর্ট মালিকদের সংগঠন গরুমারা টুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। তাঁরা গিয়ে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। মেটেলি থানার ওসি মুরারীমোহন সাহাও ঘটনাস্থলে যান। মেটেলি থানা সূত্রে জানা যায়, ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। এদিন ওই ফার্ম হাউসে যান গরুমারা টুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হক, সম্পাদক পরিমল রাউত, সহ সভাপতি দেবকুমার মিশ্র প্রমুখ। পরিমল রাউত বলেন, ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

মেথিবাড়ির কাছে সংঘর্ষে জখম ৪

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের সুকনা সংলগ্ন মেথিবাড়ির কাছে দুটি চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন জখম হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজন মহিলা রয়েছেন। এদিন মেথিবাড়ির কাছে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে মিরিকের বাসিন্দা নীলিমা তামাং, ঊষা তামাং, শমিক ছেত্রী ও জোড়বাংলোর বাসিন্দা কুলপিত খামি জখম হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রধাননগর থানার পুলিশ চারজনকে উদ্ধার করে সুকনা হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু চারজনের চোট গুরুতর থাকায় তাঁদের সুকনা হাসপাতাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন

চোপড়া, ২৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার চোপড়া ব্লকের নর্থ সার্কেল ও চোপড়া সার্কেল অফিসে পৃথক দুটি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন হল। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য ও অনলাইনে আবেদনের সুবিধা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। চোপড়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বেল্লাল হুসেন বলেন, 'রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো এদিন চোপড়া ব্লকের দুটি সার্কেলে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন হল।'

সচেতনতা

নাগরাকাটা, ২৯ অক্টোবর : পুজোর মরশুমে বন্ধ থাকা রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর চা বাগান এবং আশপাশের বাগানগুলিতে নারী ও শিশু পাচারের সম্ভাবনা রুখতে সচেতনতার প্রসারে এগিয়ে এল ধূপগুড়ি ব্লকের উত্তর ডাঙ্গাপাড়া মিত্র ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা। বাগানের রাস্তা ও শ্রমিক মহল্লাগুলিতে গিয়ে তারা স্থানীয়দের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করে। সংস্থার সভাপতি দিলীপ রায় বলেন, একশ্রেণির অসাধুচক্র অভাবী শ্রমিক পরিবারের নারী ও শিশুদের বেশি আয়ের কাজ জোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাচার করে। ওই চক্রের ফাঁদে যাতে কেউ না পড়েন সেজন্যই এমন উদ্যোগ। সন্দেহজনক কিছু মনে হলে প্রত্যেককে পুলিশের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য সড়কের সংস্কার শুরু

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অক্টোবর : খানাখন্দে ভরেছে রাজ্য সড়ক। সেই পথে যাতায়াত করতে গিয়ে যন্ত্রাংশ ভেঙে বিকল হয়ে পড়ছে গাড়ি। বারবার গাড়ি সারাই করতে বাধ্য হওয়ায় ক্ষুব্ধ চটহাট রুটের গাড়ির চালক এবং মালিকরা। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়ালটুলি থেকে চটহাট পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। গর্তের গভীরতা বুঝতে না পেরে মাঝেমাঝেই দুর্ঘটনায় পড়ছেন চালক ও যাত্রীরা। রোজ ১০ হাজারেরও বেশি নিত্যযাত্রী বিপাকে পড়ছেন। এর আগে টেন্ডারের পর রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হলেও নিতবাজার সংলগ্ন এলাকায় নিম্নমানের কাজের অভিযোগে স্থানীয়রা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহমজুমদার জানিয়েছেন, নতুন করে রাস্তা তৈরি করতে প্রায় ৭ কোটি টাকা প্রয়োজন। ২ কোটি টাকায় রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছিল। স্থানীয়রা বুঝতে না পেরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে তাঁর বক্তব্য। সেই কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে ফের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৬৪ সালে ফাঁসিদেওয়ার গোয়ালটুলি থেকে চটহাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপর একাধিকবার রাজ্য সড়ক সংস্কার করা হলেও রোজ প্রচুর বালিবোঝাই ডাম্পার এবং ভারী যানবাহন চলাচল করে। ফলে রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ ৭ কিলোমিটার রাস্তা খানাখন্দে ভরেছে। দৈনিক চটহাট বাঁশগাও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত, ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত, বিধাননগর ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা ওই পথেই যাতায়াত করেন। রাস্তার অবস্থায় এলাকাবাসীর পাশাপাশি ক্ষুব্ধ গাড়িচালকরাও। ওই পথে চলতে গিয়ে গাড়ির যন্ত্রাংশ ভেঙে যাচ্ছে। তখন বাধ্য হয়ে চালক যাত্রীদের অন্য গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন। সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরাও।

চটহাটের বাসিন্দা আনবারুল হক, নয়াহাট বাজারের বাসিন্দা তহির আলম জানান, দৈনিক হাজার হাজার মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। বিষয়টিতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। ওই রুটের এক গাড়িচালক দীপু দাস জানান, এবছর প্রায় ৪ বার বাসের যন্ত্রাংশ সারিয়েছেন। কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। আরেক যাত্রীবাহী গাড়ির চালক জানান, বেহাল রাস্তার কারণে তিনবার গাড়ির যন্ত্রাংশ ভেঙেছে। চটহাটের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুমন টোপ্পো জানান, রাস্তার সংস্কার হলেই সমস্যা মিটে যাবে।

বিডিও জানালেন

- নতুন করে রাস্তা তৈরি করতে প্রায় ৭ কোটি টাকা প্রয়োজন
- ২ কোটি টাকায় রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছিল
- স্থানীয়রা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন
- সমস্যা মেটাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে
- বৃহস্পতিবার থেকে ফের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে

কৃষকদের ভরতুকিসম্পন্ন যন্ত্র পেতে দেরি

ধূপগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : সরবরাহ কম থাকায় সরকারি ভরতুকিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি পেতে কৃষকদের দেরি হচ্ছে। লকডাউনের সময় বিভিন্ন কারখানা বন্ধ থাকায় বর্তমানে এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে ব্যবসায়ীদের অনুমান। তবে দেরি হলেও কৃষকদের কাছে তাঁদের যন্ত্রপাতি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, অন্যবারের মতো এবারও রাজ্য কৃষি দপ্তর কৃষকদের চাষের সুবিধার জন্যে ভরতুকিসম্পন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করে বর্তমানে দপ্তর থেকে জোরকদমে যন্ত্রপাতি কেনার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু চাহিদা থাকলেও যন্ত্রপাতি সরবরাহে কিছুটা হলেও ঘাটতি রয়েছে। ধূপগুড়ি ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছর বড় যন্ত্রপাতি ৬০৮টি এবং ছোট যন্ত্রপাতি ৫৩৪টির আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ১০৭ জন কৃষককে আবেদন অনুযায়ী বিভিন্ন কোম্পানির যন্ত্রপাতি কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কৃষকরা জানিয়েছেন, আলুর মরশুমের আগে যন্ত্রপাতি পেলে চাষের জমিতে কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে। এর মধ্যে পাম্পসেট, মোটর সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রয়েছে। তবে সরবরাহে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। অনেক ব্যবসায়ী সরবরাহের পিছনে গাড়ির সমস্যাকে দায়ী করেছেন। কৃষি দপ্তরের নথিবদ্ধ সরবরাহকারী ব্যবসায়ী বাসব মালাকার বলেন, লকডাউনের মধ্যে কারখানা বন্ধ ছিল। সেই কারণেই সম্ভবত যন্ত্রপাতি সরবরাহ ঠিকমতো হচ্ছে না। তবে দেরিতে হলেও কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি পৌঁছে দেওয়া হবে। অপরদিকে, এক ব্যবসায়ী কম সংখ্যক গাড়ি চলাচলের জন্যই যন্ত্রপাতি আসতে দেরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। ব্যবসায়ী কল্যাণ মৈত্র বলেন, কোম্পানি থেকে সামগ্রী আসতে যেখানে পাঁচদিন সময় লাগে, সেখানেই এবার যন্ত্রপাতি আসতে ১০ দিন বা তার বেশি লাগছে। গাড়ি চলাচলের সমস্যার কারণেই এটা হচ্ছে।

ধূপগুড়ি ব্লকজুড়ে প্রতি বছরই কৃষি দপ্তরের ভরতুকিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি নেওয়ার চাহিদা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকে। অনলাইনে এবছরও অনেক সংখ্যক কৃষক বড় ও ছোট যন্ত্রপাতি নেওয়ার আবেদন করেছেন। ইতিমধ্যে ব্লক ও জেলা স্তর থেকে ভরতুকিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি নেওয়ার কৃষকদের তালিকা পাশ হয়ে যেতেই যন্ত্রপাতি কেনার নির্দেশ দেওয়া শুরু করা হয়েছে। পুজোর ছুটির আগে এবং পরে আবেদন করা অনেক কৃষককে নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ১০৭ জনকে ভরতুকিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি কেনার নির্দেশপত্র দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা দপ্তরে এসে যোগাযোগ করলেই যন্ত্র কেনার নির্দেশ দেওয়া হবে।

সরবরাহ কম

- চলতি বছর বড় যন্ত্রপাতি ৬০৮টি এবং ছোট যন্ত্রপাতি ৫৩৪টির আবেদন জমা পড়েছে
- ইতিমধ্যেই ১০৭ জন কৃষককে যন্ত্রপাতি কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- আলুর মরশুমের আগে পাম্পসেট, মোটর সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পেলে চাষ করতে সুবিধা হবে
- ব্যবসায়ীরা সরবরাহের পিছনে গাড়ির সমস্যাকে দায়ী করেছেন
- কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, দেরিতে হলেও কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি পৌঁছে দেওয়া হবে

প্রাচীন শিবমন্দির রক্ষার দাবি

করণদিঘি, ২৯ অক্টোবর : করণদিঘি ব্লকের রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগিন্দর এলাকার রাজাবাড়ি গ্রামে বহু পুরোনো একটি শিবমন্দির রয়েছে। এটি পাল বা সেন যুগের সময়কার বলে মনে করা হয়। ব্রিটিশ আমলে উইলিয়াম কেরির সময়কালে এখানে রাজবাড়ি বা মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান অনেকের। কথিত আছে, রানিগঞ্জের শেষ রাজা সেই ব্রিটিশ আমলেই স্থানীয় এক ব্যক্তির ওপর এলাকার জমিজমা ও বিষয়সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সপরিবারে নদীপথে কলকাতা চলে যান। রানিগঞ্জের প্রাক্তন প্রধান জার্মান মুর্মু বলেন, 'পুরোনো ইটের তৈরি মন্দিরটির শিল্পনিদর্শন চোখে পড়ার মতো।' এমন একটি প্রাচীন মন্দিরের দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে। ইটগুলিও ভেঙে পড়েছে। আগাছায় ঢেকে গিয়েছে মন্দির চত্বর। স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন, পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন মন্দিরটির সংস্কার করুক। রানিগঞ্জের বাসিন্দা আব্দুল খাবির বলেন, 'সকলেই চাইছেন প্রাচীন এই স্থাপত্যটি সংস্কার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক।' গবেষক বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, 'মন্দির সংস্কারের জন্য দু'বার হেরিটেজ কমিশনের কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু সাড়া মেলেনি।' তিনি জানান, ধর্মপ্রাণ রাজার উদ্যোগে শিবমন্দির ও দুর্গামন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খলজির আক্রমণে প্রায় ধ্বংস করে দেওয়া হয় মন্দির দুটিকে। এখন শুধু শিবমন্দিরটি রয়েছে। সেটাও ধ্বংস হতে বসেছে।

বড় মেশিন চলায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : কারখানায় গ্রিলের কাজের নাম করে দিনের পর দিন লেদ এবং নানা ধরনের বড় মেশিন ও গ্যাস কাটারের মাধ্যমে কাজ চলার অভিযোগ উঠল উত্তর শান্তিনগরের পেঙ্গানিপাড়ায়। অভিযোগ, গ্রিল কারখানা হিসেবে এনওসি নেওয়া হলেও সেখানে এই কাজ হচ্ছে। গোটা বিষয়টি নিয়েই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। এমনকি বিষয়টি নিয়ে এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওই মেশিন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তা মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন মহলের দ্বারস্থ হলেও এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট কারখানার তরফে এ ব্যাপারে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাবগ্রাম–২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯–৪০ পার্ট এলাকায় প্রচুর বসতি রয়েছে। সেখানেই এক জমিতেই ওই কারখানা গজিয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কারখানা তৈরির সময়ে গ্রিল কারখানা বলেই আশপাশের মানুষের কাছে থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বা এনওসি নেওয়া হয়। যদিও কিছুদিন যেতে না যেতেই চিত্র বদলে যায়। কারখানায় গেলেও চারদিকে বড় বড় যন্ত্র নজরে পড়বে। গ্রিলের পরিবর্তে সেখানে লেদ এবং সেই যন্ত্রগুলির সহযোগী গ্যাস কাটারের মাধ্যমে কাজ চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল সেন বলেন, 'গত ছয় বছর ধরে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি। আগের পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে মধ্যস্থতার জন্য দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ওই যন্ত্র চালানোর কথা বলা হলেও তা মানা হয়নি। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানানোর পর কিছুদিন বন্ধ থাকলেও ফের সব চালু হয়েছে।'

ডাবগ্রাম–২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এই কারণে ওই কারখানার ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করিনি। সমস্যা বেশি হলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর পিনাকী সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার দলের আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ৩১ অক্টোবর শিরীষতলায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশে জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস অবস্থান সত্যাগ্রহ এবং গণস্বাক্ষর অভিযানে শামিল হবে।

পিনাকীবাবু বলেন, কেন্দ্র সরকার ব্যাংক, বিমা, রেল বেসরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া। কৃষকদের পেটে লাথি মারার জন্য কৃষি আইন তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গে সর্বক্ষেত্রে দলবাজি হচ্ছে। দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস রাস্তায় নেমে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবস্থান সত্যাগ্রহ এবং গণস্বাক্ষর অভিযান হবে। সংগৃহীত গণস্বাক্ষর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর মাধ্যমে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি জানান, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি, চা শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চলবে। জেলার ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৫টিতে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজ থমকে গিয়েছে। পুর পরিষেবা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।

চিতাবাঘের আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে ফাঁসিদেওয়ার

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অক্টোবর : চিতাবাঘের হামলায় এক মহিলা জখম হওয়ার পর থেকেই ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দাদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। বুধবার গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়া থানা এবং বিডিও অফিস সংলগ্ন ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পুরোনো হাটখোলা এলাকায় চিতাবাঘ বেরিয়ে আসে বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন। খবর পেয়ে রাতেই এলাকায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ এবং ঘোষপুকুর বনবিভাগের কর্মীরা তল্লাশি চালালেও চিতাবাঘ ধরতে পারেননি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বনকর্মীরা ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযানে নেমেছিলেন। অথচ এদিনও চিতাবাঘ উদ্ধার হয়নি। এক স্থানীয় বাসিন্দা বিকেলে ফাঁসিদেওয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে চিতাবাঘটিকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন। এদিকে, গত রাতে চিতাবাঘের হানায় জখম স্বপ্না কানু ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এলাকাবাসী চিতাবাঘ ধরার জন্য খাঁচা পাতার দাবি তুলেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত এক মাস ধরে মহানন্দা নদীর ধারে সীমান্তে টহল দিতে থাকা বিএসএফ জওয়ানদের অনেকেই ওই চিতাবাঘটিকে দেখেছিলেন। গত রাতে ওই চিতাবাঘটিই লোকালয়ে চলে এসেছিল বলে এলাকাবাসীর দাবি। বুধবার গোটা রাত তাঁরা আতঙ্কে জেগে ছিলেন। এলাকায় প্রায় দুশো পরিবারের বসবাস রয়েছে। বৃহস্পতিবার সারাদিন এলাকা শুনসান ছিল। বাড়ির শিশুদের নিয়ে মায়েরা ঘরেই ছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা চিতাবাঘটিকে দেখেছেন, এমনকি একাধিক জায়গায় চিতার পায়ের ছাপও পাওয়া গিয়েছে। তবে এদিন বনকর্মীরা পায়ের ছাপ অথবা বাঘের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। গত রাতে ওই এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় বেশ কয়েকজন বনকর্মী এবং পুলিশকর্মী চিতাবাঘটিকে দেখেছিলেন বলে দাবি করেছেন। পরে বাজি ফাটানো হলে সেটি জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছিল বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাতে ছাদে উঠে আলো জ্বালতেই চিতাবাঘটিকে দেখতে পেয়েছিলেন। রাতে বাঘটি গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে। অঞ্জু মোদক নামে আরেক বাসিন্দা জানান, চিতাবাঘ হঠাৎ বাড়ির উঠোন এবং বারান্দায় লাফিয়ে চলে গিয়েছিল। ঘরের বারান্দায় চিতাবাঘের আঁচড়ের দাগও রয়েছে। তিনি বলেন, 'বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে। খুব আতঙ্কে রয়েছি।' বেণু রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, এলাকায় এর আগে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এলাকায় খাঁচা পেতে চিতাবাঘটিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাবি করেছেন তিনি। ঘোষপুকুরের রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া জানিয়েছেন, এদিন সকালে এলাকায় তল্লাশি করা হয়েছে। চিতাবাঘটি আর দেখা যায়নি। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সেটি আপাতত লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গিয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহমজুমদার জানিয়েছেন, স্থানীয়রা বিষয়টি জানালে বন দপ্তরকে এলাকায় খাঁচা পাতার জন্য জানানো হবে।

চিতাবাঘের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করছেন বনকর্মীরা। ছবি : সৌরভ রায়